করোনাভাইরাসের ওষুধ উৎপাদন করতে যাচ্ছে ইরান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রোগীদের চিকিৎসায় চীনের ব্যবহৃত একটি ওষুধ উৎপাদন করতে যাচ্ছে ইরান।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আলী রাজ্জাজান এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ওষুধটির কাঁচামাল এরইমধ্যে ইরানে এসে পৌঁছেছে এবং এগুলো শুল্ক বিভাগ থেকে ছাড়িয়ে আনার পর দুই দিনেরও কম সময়ের মধ্যে ওষুধটির উৎপাদন শুরু করা হবে।

পার্স টুডের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে।

চীনে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় ওষুধটি সফল হয়েছে। রাজ্জাজান বলেন, এটি ভাইরাসরোধী একটি স্বতন্ত্র ওষুধ এবং ইরানে করোনার চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য ওষুধের পাশাপাশি ব্যবহার করা হবে।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনাভাইরাস নির্মূলের চেষ্টা করছে জানিয়ে রাজ্জাজান বলেন, ইরানের বিশেষজ্ঞরা করোনা মোকাবিলায় এরইমধ্যে যেসব গবেষণা করেছেন, তার ফল বিশ্বের বহু দেশ ব্যবহার করছে।

প্রায় ১০০ কোটি লোক রোববার নিজেদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে ১৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড গড়েছে ইউরোপের দেশ ইতালি। সেখানে শনিবার ৭৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে প্রতি দুই মিনিটে একজন করে রোগী মারা যাচ্ছেন।

এই বৈশ্বিক মহামারী রোধে ৩৫ দেশ লকডডাউন হয়ে আছে। মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইরান। দেশটিতে মৃত্যুর হার আট দশমিক ছয় শতাংশ। যেটা অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশি।

সুত্র-যুগান্তর

নীরব ঘাতক করোনাভাইরাস: সবচেয়ে বিপজ্জনক আগামী ২১ দিন

এখন থেকে আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ দেশের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিকভাবে নতুন করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা আছে। গতকাল পর্যন্ত যারা আক্রান্ত দেশ থেকে এসেছেন তাদের কাছ থেকে ছড়ালেও সর্বোচ্চ আগামী ২১ দিনের মধ্যেই তা প্রকাশ পাবে।

ভাইরোলজির ভাষায় যাকে ‘পিক টাইম’ বলা হয়। এ সময় সংক্রমিত হতে পারে অসংখ্য মানুষ। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এমন আশঙ্কা করছেন দেশের ভাইরোলজি বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, যেসব দেশে ভাইরাসটি সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেই দেশগুলো থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে রাখা হলে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তবে এখনও যদি ছড়িয়ে পড়া দেশ থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে আনা হয় তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সূত্র- যুগান্তর
বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ আয়ের উন্নত প্রযুক্তির রাষ্ট্রগুলো সব সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও নতুন করোনাভাইরাসে মহামারী ঠেকাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মূল কারণ, ওই দেশগুলোর নীতিনির্ধারকরা প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সময়ের কাজ সময়ে করতে পারেনি। এসব দেশের প্রতিটিতেই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল আক্রান্ত দেশ থেকে আসা দু-একজন ব্যক্তির মাধ্যমে।

ভাইরোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যেসব দেশে ভাইরাসটির ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছে সেসব দেশে প্রথম ২ থেকে ৩ সপ্তাহ হাতেগোনা কয়েকজনের দেহে এটি শনাক্ত হয়।
একটা পর্যায়ে সেই সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকে। এর কারণ, প্রথমে দেশে প্রবেশ করা সেই দু-একজন ব্যক্তি তাদের পরিবার থেকে শুরু করে যত মানুষের সংস্পর্শে গিয়েছেন, তাদের অনেকের দেহেই ভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছে। এই ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণগুলো প্রকাশ হতে সাধারণত ১ থেকে ২ সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সাধারণ সর্দি-কাশি বা ফ্লুর সঙ্গে এর উপসর্গগুলোর মিল থাকায় পরীক্ষা না করে, শুধু শারীরিক লক্ষণ দেখে এটি আলাদা করা সম্ভব হয় না।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক সময়। আমাদের হিসাব মতে, এই সময়ে দেশে নতুন করোনাভাইরাসের পিক হবে। যা হওয়ার এই সময়ে হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যেসব সতর্কতা এখন নেয়া হচ্ছে এগুলো আরও আগেই নেয়া দরকার ছিল। পিক হলে আরেকটি ডিজাস্টার ঘটবে।

সেটা চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের ক্ষেত্রে। কারণ তাদের হাতে পর্যাপ্ত পার্সনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিই) নেই। ফলে যারা চিকিৎসা ও সেবা দেবেন তারা ব্যাপকভাবে ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত হতে পারেন। অধ্যাপক নজরুল বলেন, আমরা এ ধরনের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশই নিরাপদে থাকতে পারতাম যদি সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়া দেশগুলো থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে নিতে পারতাম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের জন্য সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

দেশে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। বর্তমানে সেই সংখ্যা ২০ জন, যাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। অর্থাৎ ইতালি থেকে আসা ১৪২ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়ে দেয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এখন পর্যন্ত যে ২০ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে তাদের সবাই কোভিড-১৯ এর মহামারী আক্রান্ত দেশ থেকে আসা বা তাদের পরিবারের সদস্য। অথচ শুরুতেই ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে আসা যাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখলে দেশ মহামারীর হুমকিতে পড়ত না।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যে দেখা গেছে, গত দুই মাসে সমুদ্র, সড়ক ও আকাশপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৭৪২ জন। যাদের বেশির ভাগই কোভিড-১৯ এর মহামারী চলছে, এমন দেশ থেকে এসেছেন। সতর্কতার জন্য দেশের প্রবেশপথগুলোতে এসব যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়। তবে সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগায় স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে কেউ যে ভাইরাসটির বাহক তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাহকরা দেশে ফিরে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজের অজান্তেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য কোভিড-১৯ এর মহামারী প্রতিরোধ করার কাজটি দুরূহ হয়ে গেলেও অসম্ভব নয়। তবে এর দায়িত্ব নিতে হবে

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। একটি অধিদফতর বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ ধরনের বৈশ্বিক মহামারী (প্যানডেমিক) প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ। পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সচেতনতা, বেসরকারি খাতের শীর্ষ পর্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা। এই তিন ধরনের মানুষদের সমন্বয় না হলে এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ভাইরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. জাহিদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, দেশের সম্ভাব্য মহামারী প্রতিরোধে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড-১৯ এর একটি জাতীয় রেসপন্স টিম গঠন করতে হবে। যার প্রতিটি কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে সরাসরি পরিচালিত হবে। জাতীয় রেসপন্স টিমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সম্পৃক্ত করে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা সব ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে নিতে হবে।

জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল ভাড়া নিয়ে সেগুলোকে সাময়িক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পরিণত করতে হবে। প্রয়োজনে শৃঙ্খলা নিশ্চিতে সর্বস্তরে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যেসব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ানদের জন্য এখনও পিপিই (পারসন্যাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট) পাঠানো হয়নি, সেখানে দ্রুত সরবরাহ করতে হবে। কোভিড-১৯ নিয়ে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রতিহতে নজরদারি বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

করোনাভাইরাস রোধে বিষ খাওয়ার ভিডিও পোস্ট, দুই সৌদি আটক

করোনাভাইরাস রুখতে জীবাণুনাশক খাচ্ছেন দেখিয়ে অনলাইনে ভিডিও পোস্ট করায় সৌদি আরবে দুজনকে আটক করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে এই বিষাক্ত তরল পদার্থ মানুষের খাওয়ার জন্য না হলেও এটি প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রুখতে পারে বলে ভুয়া তথ্য প্রচার করার অভিযোগ করা হয়েছে।

সৌদি তদন্ত সংস্থা ও সরকারি কৌঁসুলির নির্দেশে রিয়াদ ও কাসিম এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। দুজনে আলাদাভাবে ভিডিও নির্মাণ করে সামাজিকমাধ্যমে তা পোস্ট করেন।- খবর এএফপি ও আরব নিউজের

কর্মকর্তারা বলেন, সামাজিকমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি ডিটারজেন্ট খাওয়ার ভান করে এতে করোনাভাইরাস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বলে গুজব রটাতে চেয়েছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মানুষের ওপর যে প্রভাব ফেলছে, তাতে গুরুত্ব না দিয়েই তারা এই ভিডিও পোস্ট করেন।

তাদের এই কার্যক্রম ইসলাম ও আইনের বিরুদ্ধে গেছে বলেই আটকের নির্দেশ দিয়েছেন কৌঁসুলিরা বলে খবরে দাবি করা হয়। কারণ তারা দেখাতে চেয়েছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ক্ষতি কিংবা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছেন। এতে জনস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এতে দুই ব্যক্তির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড কিংবা মোটা অঙ্কের অর্থ জরিমানাও হতে পারে।

তাদের এই ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় লোকজন তাতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন।

অন্য তরুণরা তাদের অনুসরণ করতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে আরব আমিরাতে

দুজনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুক্রবার দুজন মারা গেছেন।

এছাড়া আবু ধাবিতে এ পর্যন্ত ১৪০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩১ জন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন। কিন্তু সেখানে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

আমিরাত সংবাদ সংস্থা জানায়, নোভেল করোনাভাইরাসে প্রথমবারের মতো দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মন্ত্রণালয়।

মারা যাওয়া দুজনের একজন ৭৮ বছর বয়সী। তিনি ইউরোপ থেকে এসেছেন। সরকার জানায়, হৃদরোগে ওই আরব ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে করোনাভাইরাস সংশ্লিষ্ট জটিলতাও ছিল।

আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে হৃদ ও কিডনি জটিলতায়। তার বয়স ৫৮ বছর। তিনি এশিয়ার কোনো একটি দেশের নাগরিক।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে এখন পর্যন্ত একহাজার ৩০০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

ঘরে বসেই কীভাবে করবেন করোনা পরীক্ষা, জানালেন দেবী শেঠী

যুগান্তর ডেস্ক
১৯ মার্চ ২০২০, ১২:২১ | অনলাইন সংস্করণ

ঘরে বসেই কীভাবে করবেন করোনা পরীক্ষা, জানালেন দেবী শেঠী
ছবি: সংগৃহীত
ভারতের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবী শেঠী বলেছেন, যদি কারও ফ্লু বা সর্দি থাকে, প্রথমে নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা

আইসোলেট করে লক্ষণ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রথম দিন শুধু ক্লান্তি আসবে। তৃতীয় দিন হালকা জ্বর অনুভব হবে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের ব্যাপক বিস্তারের মধ্যেই এক অডিওবার্তায় তিনি এমন পরামর্শ দিয়েছেন। সামাজিকমাধ্যমে যেটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

দেবী শেঠী বলেন, সঙ্গে কাশি ও গলায় সমস্যা হবে। পঞ্চম দিন পর্যন্ত মাথা যন্ত্রণা। পেটের সমস্যাও হতে পারে। ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে শরীরে ব্যথা বাড়বে এবং মাথা যন্ত্রণা কমতে থাকবে।

‘তবে ডায়েরিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পেটের সমস্যা থেকে যাবে। এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টম ও নবম দিনে সব লক্ষণই চলে যাবে। তবে সর্দির প্রভাব বাড়তে থাকে। এর অর্থ আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে এবং আপনার করোনার আশঙ্কা নেই।’

উপমহাদেশের এই বিখ্যাত চিকিৎসক বলেন, এমন সময়ে আপনার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ আপনার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে। যদি অষ্টম বা নবম দিনে আপনার শরীর আরও খারাপ হয়, করোনা হেল্পলাইনে ফোন করে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিন।

ভারতের কাছে এ মুহূর্তে দেড় লাখ পরীক্ষার কিট রয়েছে এবং সর্বোচ্চ দেড় কোটির পরীক্ষা সম্ভব জানিয়ে তিনি বলেন, তাই জ্বর হওয়ার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনেই প্রত্যেকেরই করোনা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এতে আরও বড় সমস্যা হবে।

পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, জ্বর হলেই করোনার পরীক্ষা নয়। আগে অপেক্ষা করে উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করুন। খারাপ হলে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নিন।

‘অতিরিক্ত মাস্ক বিক্রির জেরে তার হাসপাতালেও N95 মাস্কের অভাব। আপনি ভয় পেয়েছেন বলেই পরীক্ষা করা উচিত নয়’, মন্তব্য এই হৃদরোদ বিশেষজ্ঞের।

সুত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

সামনে রেখে জানাজা পড়া যাবে এবং তাতে অংশ নেওয়া যাবে।

আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী, তিনজন পুরুষ। দুইজন ইতালি থেকে এবং একজন কুয়েত থেকে এসেছে। এছাড়া একজন ইতালি থেকে আসা একজনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ জন।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলে ১৪দিন হোম কোয়ারেন্টিন করতেই হবে। সেই নির্দেশনা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

কেউ-ই এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবে না: কুরাইশি

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরাইশি বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস বিস্তারের জন্য চীনকে দোষারোপ করা হচ্ছে। চীন থেকে শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরিয়ে না আনার ক্ষেত্রে পাকিস্তান আত্মবিশ্বাসী ছিল। এসব শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডা. আরিফ আলভির সঙ্গে চীন সফর শেষে তিনি বলেন, কেউ-ই এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবেন না। একটি জাতি হিসেবে আমাদের সবাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উহান থেকে মাত্র একজন আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। যখন আমরা এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়তে যাই, তখন আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিতে হবে।

ভারতীয় নৃশংসতার বিরুদ্ধে যেভাবে ভূমিকা রাখা হয়েছে, এই ভাইরাস মোকাবেলায় তেমনি ভূমিকা রাখতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কুরাইশি বলেন, এখন কোনো মিছিল-সমাবেশের আয়োজনের সময় না।

এদিকে করোনাভাইরাস মহামারীতে বিপর্যন্ত চীনে সরকারি সফর শেষে

ফিরে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তানের এই শীর্ষ কূটনীতিক।

বুধবার দেশটির এক সরকারি বিবৃতি জানিয়েছে, তার শরীরে করোনাভাইরাস আছে কিনা; সেই পরীক্ষাও করা হবে।

পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ঘোষণা দিয়ে কুরাইশি বলেন, বিশেষজ্ঞরা আমাকে আইসোলেশনে যাওয়ার এবং পাঁচদিন পর করোনাভাইরাস পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ডা. আরিফ আলভির সফরসঙ্গী হিসেবে সোম ও মঙ্গলবার চীনে ছিলেন কুরাইশি।

করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চীন সফরে যান ডা. আরিফ আলভির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল।

এসময় তারা চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং ও ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রধান লি ঝানসুর সঙ্গে বৈঠক করেন।

দেশটির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী আসাদ ওমরও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণুসমৃদ্ধ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ২৩৬ ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হন ১৪২ জন।

সুত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে ১০ জনের বেশি একসঙ্গে সমবেত না হওয়ার পরামর্শ ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির জনগণকে আগামী ১৫ দিন পর্যন্ত একসঙ্গে ১০ জনের বেশি এক স্থানে সমবেত না হওয়ার

আহ্বান জানিয়েছেন।

স্থানীয় সময় সোমবার বিকালে ট্রাম্প সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান। এ সময় তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে আমেরিকার ৫০ অঙ্গরাজ্যে যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তা আগামী গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় গঠিত জাতীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প বলেন, আমরা অদৃশ্য এক শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করছি, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা আগামী জুলাই বা আগস্ট নাগাদ এই ভাইরাসের প্রকোপ শেষ হবে বলে ধারণা করলেও জরুরি অবস্থা আরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো গোটা আমেরিকাকে কোয়ারেন্টাইন করার বা কানাডার সঙ্গে এখনই সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়নি বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব এলাকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেশি সেসব এলাকায় যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হতে পারে বলে তিনি জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে সোমবার পর্যন্ত ৪ হাজার ১০০ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত ৭১ জন কোভিড-১৯ রোগের আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তার দেশে জাতীয় কোয়ারেন্টাইন ঘোষণা করেছেন, কানাডা তার সব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে এবং সুইজারল্যান্ড সরকার করোনাভাইরাস মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তলব করেছে।

এদিকে ইতালিতে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টা ইউরোপের এ দেশটিতে মারা গেছে ৩৪৯ জন। এর একদিন আগে মারা যায় রেকর্ডসংখ্যক ৩৬৮ জন। সব মিলিয়ে ইতালি যেন এখন একটি মৃত্যুপুরী।

সুত্র-যুগান্তর

[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এরপরও করোনার বিস্তার ঠেকাতে সব ধরনের শপিংমল বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শপিংমল বন্ধের নির্দেশ দিলেও খাবারের দোকান, সুপারশপ ও ফার্মেসিগুলো খোলা থাকবে।

সুত্র-যুগান্তর

মানবদেহে করোনার ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ। দেশটির ‘দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ’র অর্থায়নে মানবদেহে এই ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চালানো হবে।

সোমবার দেশটির ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটল শহরের কেইসার পার্মান্যান্ট রিসার্চ সেন্টারে এই ভ্যাকসিন পরীক্ষার কার্যক্রম চালানোর কথা রয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, করোনার ভ্যাকসিনের পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে অন্তত ৪৫ স্বেচ্ছাসেবী। তাদের শরীরেই এই ভ্যাকসিন পরীক্ষা করা হবে।

মার্কিন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ভ্যাকসিন বাজারে আসতে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগতে পারে। তবে কিছু গবেষক বলছেন, ভ্যাকসিন হাতের নাগালে চলে আসতে সময় কিছুটা কম লাগতে পারে।

জন হপকিনস হসপিটালের প্যাথলজি বিভাগের চিকিৎসক রবার্ট কুসে বলেন, আমি অত্যন্ত আশাবাদী ও ইতিবাচক ভাবনার ভেতরে আছি। তবে বিশেষ করে বয়স্ক ও যারা অসুস্থ আছে, তাদের নিয়ে একটু শঙ্কায় আছি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। দেশটির ৪৯ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে মারণ এই ভাইরাস। ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ২৪৪ জন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৬১ জন।

এভাবে বাড়তে থাকলে দেশজুড়ে ৭-১৫ কোটি মানুষ করোনার মহামারীতে আক্রান্ত হতে পারে বলে মনে করছেন দেশটির শীর্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

সুত্র-যুগান্তর